জীবনানন্দ দাশের কবিতায়
প্রকৃতি–পরাবাস্তবতা–প্রেম
মিজানুর রহমান রানা

জীবনের কবি, যৌবনের কবি, নিবিড়তম গাছ-গাছালি, বন-বাদাড়, আকাশ, নক্ষত্র তথা চির প্রকৃতি প্রেমের একজন কবি'র নাম জীবনানন্দ দাশ। প্রখর মেধা, পরিশীলিত মনন এবং বহুমাত্রিক চেতনার বিন্যাসে তিনি তাঁর কবিতায় সে স্বরূপ উন্মোচন করে দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন:

"আমি কবি– সেই কবি–
আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি!
আন্‌মনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল-মেঘের পানে!
মৌন নীলের ইশারায় কোন্ কামনা জাগিছে প্রাণে!
বুকের বাদল উথলি উঠিছে কোন্ কাজরীর গানে!
দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি!"

জীবনানন্দ দাশের মত প্রকৃতিকে ভালোবেসে, প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে অথবা শুধুমাত্র নৈসর্গিক প্রকৃতির অনবরত বর্ণনা কম সংখ্যক কবি'র হৃদয়ে ধরা পড়েছে। তাই যথার্থই তাঁকে চির প্রকৃতি প্রেমের কবি বলা যায় অনায়াসে। এ সম্পর্কে কবি'র প্রকৃতি প্রেমের আরো কিছু বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। কবি আরও বলেন:

"ভুঁয়ের চাঁপাটি চুমি
শিশুর মতন, শিরীষের বুকে নীরবে পড়ি গো নুমি!
ঝাউয়ের কাননে মিঠা মাঠে মটর-ক্ষেতের শেষে
তোতার মতন চকিতে কখন আমি আসিয়াছি ভেসে!"

১৯৩৫-৪৬ এই বছরগুলো কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনের ছিলো সবচেয়ে সুখের সময়। পারিবারিক সুখ-শান্তি, আশা-নিরাশা, সামাজিক ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং পারিপার্শ্বিক নদী-নিসর্গ সবই যেন কবিকে কবিতা রচনায় উৎসাহ জুগিয়েছিলো। তাই কবি'র কবিতার পরতে পরতে লুক্কায়িত রয়েছে বাংলার শ্যামল প্রান্তর ও প্রকৃতির ভালোবাসার এক বিশাল উপাখ্যান। কবি মাঝে মাঝে নিজের সাথে কথা বলতেন আনমনে। কথা বলতেন বেড়াল, ঘাস ফড়িং, জোনাকি, দারুচিনি-বনানী, কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছ, অশ্বত্থ গাছ, হিজল গাছ, ঝাউ, আম, নিম, নাগেশ্বর, কচি বাতাবিলেবু, মেহগনি, অর্জুন, নক্ষত্র, চন্দ্রমল্লিকা, শেফালিকা, ঘাস ফড়িঙ, টিয়া, খয়েরি চিল, ঘুঘু, বাঘিনী, মাঘনিশীথের কোকিল, শালিক, বাদামি হরিণ, শম্বর, নীলগাই, শাদা-শাদাছিট কালো পায়রা, সিন্ধুসারস, পিয়াল, আমলকী, ফাগুনের জোছনা, রূপালি চাঁদ, শিশির, পউষের রাত, ধানসিঁড়ি, কীর্তিনাশা, উদ্বেল কাশের বন, ইন্দ্রধনু, কুয়াশা ও শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতের সাথে। কবি তখন ভুলে যেতেন তিনি কোথায় আছেন। বরং তাঁর কল্পলোকে বিচরণ করত সর্বদা 'সন্ধ্যা নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা।' তিনি সেই নদীর ঢেউয়ে, 'ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে' 'হেমন্তের কুয়াশায়' বিচরণ করতেন অনায়াসে।

ধানসিঁড়ি প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের ভক্ত-অনুরাগীদের জন্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর রচনা থেকে প্রাপ্ত কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি বলেন, "সুকুমার সেন বলেছিলেন, আসামে 'ধানশ্রী' নদী আছে। হয়তো জীবনানন্দ সেখান থেকেই এই ধানসিড়ি নামটি আহরণ করেছেন; কিন্তু এখন আমরা দেখছি, ধানসিড়ি নামে বরিশালেই (সেকালের বৃহত্তর বরিশালে, এখন ঝালকাঠি জেলায় পড়েছে) নদী আছে রীতিমতো। স্থানীয় এক বৃদ্ধ জানালেন, আগে ধানসিড়ি অনেক প্রশস্ত ছিলো, বড় বড় স্টিমার চলত এই নদীপথে। এখন শুকিয়ে গেছে নদী। শুনলাম, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে-বসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি তার দু-তিন কিলোমিটার দূরে গিয়ে নদীটি বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে ক্ষেতখামার। বাড়িঘর। তাতে তো মনে হয় নদীটি নিশ্চয় একদিন প্রবহমান বড় নদীই ছিলো। কি জানি! আমাদের অজরামর হয়ে আছে রূপসী বাংলা-র সেইসব লাইন-'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়ির তীরে- এই বাংলায়' কিংবা বনলতা সেন-এর 'অন্ধকার' কবিতার সেইসব তামসী পঙ্‌ক্তি- 'ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব-ধীরে-পউষের রাতে/ কোনোদিন জাগব না জেনে-/ কোনোদিন জাগব না আমি- কোনোদিন আর।' আর এই ধানসিড়ির অনুষঙ্গে 'জলসিঁড়ি' শব্দটিও পেয়ে যাই কল্প পৃথিবীর এই কবির কাছে।"

প্রকৃতি প্রেমের চির তরুণ এ কবি শুধুমাত্র প্রকৃতি ও নদীর প্রেমেই মুগ্ধ থাকেননি। তাঁর কবিতায় জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত উপকরণ পেরিয়ে ধরা দিয়েছে জীবনের অন্য এক অনুপস্থিত ছায়াচ্ছন্ন বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা। জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই তাঁর ভাবনা মাঝে মধ্যে চলে যেত পৃথিবীর আস্তরণ ভেদ করে দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের পথে। তিনি বলেন:

"তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।
ফাগুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধুসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,

ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দুর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক অভাস–
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।'

কবি উপরিউক্ত 'কক্ষ ও কক্ষান্তর' বলতে আমাদের এ পৃথিবীর চিরচেনা জগতকে বুঝিয়েছেন। অথচ যখন তিনি যখন বলেন, 'কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দুর কক্ষ ও কক্ষান্তরের ক্ষণিক অভাস' আমরা তখন অনায়াসেই বুঝতে পারি যে, আমাদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সান্নিধ্য ছেড়ে তাঁর ভাবনা চলে গেছে বহুদুরে। যেখানে চির অচেনা অদেখা এক পরাবাস্তবের হাতছানি রয়েছে। কবি'র রচিত 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাটির প্রায় প্রত্যেক অংশেই রয়েছে মানুষের চির অচেনা এক পরাবাস্তবের ধ্বনি ও গভীর আহ্বান।

কবি যেমন তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে মিশেছেন গভীরভাবে ঠিক তেমনি তাঁর চিরচেনা এই পৃথিবীর মায়াজাল থেকে দুরে সরে আবার চলেও গেছেন পরাবাস্তবতায় মেশানো এক সুগভীর অচেনা পথে। যে পথ বাস্তবে দেখা যায়নি। শুধু কল্পনায়-ই আঁকা যায় এর বিন্যাস ও চিত্রকল্প।

জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতিকে যেমন ভালোবেসেছিলেন ঠিক তেমনি প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষদেরকেও ভালোবেসেছিলেন। তবে তাঁর কবিতায় কখনো কখনো গভীর ও গভীরতরভাবে অন্য কোনো চেনাজানা মানুষের ছায়াপতন দেখা যায়। যে ছায়ারূপী কায়া তাঁকে দিয়েছিলো 'দু'দণ্ড শান্তি।' তার কাব্যিক নাম 'বনলতা সেন।' অনেকেই নাটোরে বেড়াতে গেলে কবি রচিত বনলতা সেনের বাড়িটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। পরিশেষে না পেয়ে ভাবেন, এ হয়তো কবির শুধুমাত্র কল্পনারই ফসল।

বনলতা সেন সত্যিকার অর্থে কে তা' প্রতিভাত হয়ে গেছে কলকাতার প্রখ্যাত জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ, যার জন্ম বাংলাদেশেরই পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠী উপজেলার মৈশালী গ্রামে তিনি সম্প্রতি জীবনানন্দের ডায়েরি (লিটারেরি নোটস্) থেকে পাঠোদ্ধার করে জানিয়েছেন, 'বনলতা সেন' কবির কল্পনা নয়, রক্তমাংসের মানুষ। কবির কাকাত বোন। যার নাম 'শোভনা।' ডাকনাম বেবী। লাবণ্য গুপ্ত'র সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগেই কবি শোভনাকে ভালোবাসতেন। শোভনাও কবি রচিত কবিতা খুব পছন্দ করতেন। জীবনানন্দ তাই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' বনলতা সেনরূপী শোভনাকে উৎসর্গ করেন।

প্রেম মানুষকে মহৎ করে। মানুষের মনে এক আবেগের সৃষ্টি করে, যা ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে। আর না পাওয়ার বেদনা মানুষের মনে ক্ষরণ, উত্তাপ ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। সেই যন্ত্রণা থেকে কখনও ঝিনুকের মতোই মুক্তো বেরিয়ে আসে। জীবনানন্দের জীবনেও ঘটেছিলো তাই। আড়াই হাজারেরও অধিক কবিতারূপী জাজ্বল্যমান মুক্তো তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। প্রখ্যাত জীবনানন্দ-গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দকে 'শুদ্ধতম কবি' এবং জীবনানন্দ-গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ 'জীবনানন্দ এক শ' পঞ্চাশ ভাগ জৈবনিক' বলে মুল্যায়ন করেছেন।

দিন যতই যাচ্ছে কবি জীবনানন্দের জনপ্রিয়তা ততই বেড়ে চলেছে। আর এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, যতই তিনি দুঃখ-কষ্টে জীবনপাত করেছিলেন ততই তিনি ছিলেন জীবনবাদী। তাঁর বিরুদ্ধে যত অভিযোগ তোলা হয়েছে তা' একেবারেই 'নিষ্ঠুর সমালোচনা।'

মিজানুর রহমান রানা,
সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ, চাঁদপুর
ও হাজীগঞ্জ উপজেলা অঞ্চল প্রতিনিধি,
মাসিক সরগম।
সেল: ০৪৪৩৫০০৫৯০৯